সমকাল

13 OCT 2013
পৃ: ৬ কলাম ৪

জাবির ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা

■ জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) আগামী ২ থেকে ৯ নভেম্বর বিভাগভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হলেও ভর্তি-সংক্রান্ত কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বেশির ভাগ ডিন, বিভাগীয় সভাপতি ও হল প্রাধ্যক্ষ ভর্তি পরিচালনা কমিটির সভা বর্জন করায় ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া গতকাল শনিবার থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত পূজা ও ঈদ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ভর্তি পরীক্ষা-সংক্রান্ত কোনো সভা করতে পারছে না কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি। সব মিলিয়ে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ৫ অক্টোবর উপাচার্যের সভাপতিত্বে ভর্তি কমিটির 'মুলতবি সভা'য় আগামী ২ থেকে ৯ নভেম্বর বিভাগভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সে সভার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। ওই সভায় কোনো ডিনই উপস্থিত ছিলেন না। ৩৪ জন বিভাগীয় সভাপতির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ১০ জন। সব মিলিয়ে মাত্র ২৩ জনের উপস্থিতিতে সভাটি সম্পন্ন করা হয়। এর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক এমএ মতিনের নেতৃত্বে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভা হলে সেখানেও উপস্থিত ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

জাবির ভর্তি পরীক্ষা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ছিলেন না আন্দোলনরত শিক্ষকরা। তারা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপ-উপাচার্য ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন না। তাই তার সভাপতিত্বে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হতে হলে উপাচার্যকে লিখিত আদেশের মাধ্যমে জানাতে হবে। কিন্তু উপ-উপাচার্যকে কোনো লিখিত আদেশ দেওয়া হয়নি। তাই ভর্তি পরীক্ষা-সংক্রান্ত আগের সব বৈঠক অবৈধ।

এ বিষয়ে আন্দোলনরত শিক্ষক গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবুল হোসেন বলেন, 'অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপ-উপাচার্য ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন না। যদি তাকে করতে হয় তাহলে উপাচার্যকে লিখিত আদেশের মাধ্যমে করতে হবে।'

ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির (আইআইটি) পরিচালক মো. ফজলুল করিম পাটোয়ারী বলেন, 'ডিনরা না থাকলেও বিভাগভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে বিভাগীয় সভাপতিদের মাধ্যমেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে। সেক্ষেত্রে ডিনরা ভর্তি কমিটির সভায় না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।'

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'উপাচার্য মৌখিকভাবে নির্দেশ দিতে পারেন। এ জন্য লিখিত নির্দেশনার প্রয়োজন নেই।' নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা হবে কি-না- এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, নির্দিষ্ট সময়েই ভর্তি পরীক্ষা হবে।